গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
পোরশা, নওগাঁ ।

স্মারক নং ০৫.৪৩.৬৪৭৯.০০০.০৮.০০২.২৩-৫৪

তারিখ ঃ ০২/১০/১৪২৯ বাং।
১৬/০১ /২০২৩ খ্রিঃ।

"২০.০০ একর পর্যন্ত সরকারি বদ্ধ জলমহাল ইজারার আবেদনপত্র আহবানের বিজ্ঞপ্তি ঃ

এতদ্বারা নিবন্ধনকৃত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠনের অথবা যুব মৎস্যজীবীদের নিবন্ধিত সমিতি অথবা সমাজ ভিত্তিক মৎস্য চাষ ব্যবস্থপানার অনুকরণে, কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট পুকুর/জলমহালের চারপার্শ্বের নিকটবর্তী অবস্থানের ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত ও সমবায় অধিদপ্তর অথবা সমাজসেবা অধিদপ্তর এর স্থানীয় অফিসে নিবন্ধিত/একক সমিতি/সংগঠন এর অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০০৯ ও সংশোধিত নীতিমালা, ২০১২ এবং ১৩ ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি. তারিখের ভূমি মন্ত্রণালয়, সায়রাত-১ অধিশাখার ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯(অংশ-২)-৪৭ নং স্মারক আদেশে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের নির্দেশনা অনুযায়ী পোরশা উপজেলার সকল ইউনিয়নের সরকারি জলমহাল (২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ) শর্তসাপেক্ষে বাংলা ১৪৩০ হতে ১৪৩২ সন পর্যন্ত ০৩(তিন) বছর মেয়াদে অস্থায়ীভাবে ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে নিম্ন সময়সূচী অনুযায়ী আগামী ২০ জানুয়ারী/২০২৩ হতে ০৮ ফেব্রুয়ারী/২০২৩ (বাংলা ০৬ মাঘ ১৪২৯ থেকে ২৫ মাঘ ১৪২৯) পর্যন্ত অনলাইনে (jm.lams.gov.bd) আবেদনপত্র আহবান করা যাচ্ছে। বিজ্ঞপ্তির যে কোন শর্ত সংযোজন/বিয়োজন/বাতিলের ক্ষমতা কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

অনলাইনে আবেদনের তারিখ	কার্যক্রম
২০ জানুয়ারী/২০২৩ হতে ০৮ ফেব্রুয়ারী/২০২৩ (বাংলা ০৬ মাঘ ১৪২৯ থেকে ২৫ মাঘ ১৪২৯)	অনলাইনে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে।
০৯ ফেব্রুয়ারী/২০২৩ (বাংলা ২৬ মাঘ/১৪২৯ সন) হতে পরবর্তী ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূলকপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারে কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে।

১৭/১/২৩

(মোঃ জাকির হোসেন)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)
ও
সভাপতি
উপজেলা সরকারি বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
পোরশা, নওগাঁ।

CamScanner

শর্তাবলী ঃ

০১। সকল সরকারি খাসবদ্ধ জলমহাল ০৩ (তিন) বছর মেয়াদে অস্থায়ীভাবে ইজারা প্রদান করা হবে ।

০২। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ অনুযায়ী বদ্ধ জলমহাল ইজারা গ্রহণে আগ্রহী নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎসজীবি সমবায় সমিতি এবং সংশ্লিষ্ঠ পুকুর/জলমহালের চারপার্শ্বের নিকটবর্তী অবস্থানের ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত ও সমবায় অধিদপ্তর অথবা সমাজসেবা অধিদপ্তর এর স্থানীয় অফিসে নিবন্ধিত/একক সমিতি/সংগঠন উক্ত নীতিতে বর্ণিত প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলাদিসহ শর্ত মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনলাইনে ইজারার জন্য আবেদন দাখিল করতে হবে। ইজারা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রকৃত মৎসজীবি সমবায় সমিতি অগ্রাধিকার পাবে।

০৩। অনলাইনে আবেদন দাখিল সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী নিবন্ধিত মৎসজীবি সমবায় সমিতির সভাপতি/সম্পাদককে মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে অথবা jm.lams.gov.bd লিংকে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে অনলাইনে আবেদন দাখিল করতে হবে। এ সংক্রান্ত নির্দেশনা উক্ত ওয়েবসাইটে আপলোড করা রয়েছে।

০৪। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমিতি/সংগঠনের রেজিষ্ট্রেশন নম্বর ও তারিখসহ রেজিষ্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের হালনাগাদ প্রত্যয়নপত্র, প্রত্যেক সদস্য মৎস্যজীবী মর্মে উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার প্রত্যয়নপত্র দাখিল করতে হবে।

০৫। সমিতির নিকট সরকারি পাওনা এবং সমিতির বিরুদ্ধে কোন সার্টিফিকেট মামলা নেই মর্মে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, পোরশা, নওগাঁ কর্তৃক প্রত্যয়ন পত্র অনলাইনে আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

০৬। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমিতির সদস্যগণ প্রকৃত মৎস্যজীবী/মৎসচাষী/ মৎস্য শিকার ও বিপণনের সাথে জড়িত আছেন ও থাকবেন এবং জলমহাল ইজারা পেলে নিজেরাই তা পরিচালনা করবেন এমন অঙ্গীকারনামা অনলাইনে আবেদনের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

০৭। জলমহালে মৎস্য চাষের সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও রুপরেখা এবং হালনাগাদ ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট, হাল সন পর্যন্ত অডিট রিপোর্ট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও টিআইএন নম্বর (যদি থাকে) সংযুক্ত করতে হবে (অনলাইনে প্রদত্ত ফরম্যাট অনুযায়ী)

০৮। ভূমি মন্ত্রনালয়ের ২২ ফেব্রুয়ারী ২০২২ খ্রি. তারিখের ৩১.০০.০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯(অংশ-২)-৪৭ নং স্মারকে জারীকৃত স্পষ্টীকরণ পত্র মোতাবেক অফেরতযোগ্য ৫০০/ (পাঁচশত) টাকা জমা দিয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার/ উপজেলা ভূমি অফিস থেকে আবেদন ফরম সংগ্রহ করতে হবে এবং পূরণকৃত আবেদন ফরমটি স্ক্যান করে অনলাইনে দাখিল করতে হবে এবং সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি-২০০৯ অনুযায়ী সোনালী ব্যাংক অথবা যে কোন তফসিল ব্যাংক হতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর জামানত হিসাবে ইজারা মূল্যের ২০% হিসাবে প্রদত্ত টাকার বিডি/পে-অর্ডার জমা দিয়ে জমা স্লিপের কপি অনলাইনে আবেদনের সাথে ও প্রিন্টেড কপির সংগে সংযুক্ত করে দাখিল করতে হবে। উক্ত জামানতের অর্থ ইজারা মেয়াদের শেষ বৎসরের ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে । ইজারা প্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতিকে ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার ফেরৎ প্রদান করা হবে ।

০৯। আবেদনপত্রে সমিতির সভাপতি /সাধারন সম্পাদক/সদস্যদের/ছবিসহ মোবাইল নম্বর উল্লেখ করতে হবে (অনলাইনে প্রদত্ত ফরম্যাট অনুযায়ী)

১০ । অনলাইনে আবেদন দাখিলের শেষ সময়সীমার পরবর্তী ০৩ (তিন) কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনের সকল তথ্যাদির প্রিন্টিং কপিসহ জলমহাল ইজারার জন্য জামানতের ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডারের মুলকপি ও অন্যান্য কাগজপত্রসহ মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে। সীলগালাকৃত উল্লিখিত খামের উপরিভাগে "জলমহাল ইজারা প্রাপ্তির জন্য আবেদন" কথাগুলো স্পষ্টভাবে লিখতে হবে এবং খামের বামপার্শ্বে নিম্নভাগে সমিতির নাম ও ঠিকানা লিখতে হবে।

১১। অনলাইনে দাখিলকৃত তথ্যাদি এবং প্রিন্টিং কপি হিসাবে দাখিলকৃত তথ্যাদির মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হলে অনলাইনের তথ্যাদি সঠিক মর্মে বিবেচিত হবে।

১২। বিগত ০৩ (তিন) বছরের গড় ইজারা মূল্যের আরও সাথে ৫%অর্থ বৃদ্ধিতে সরকারি মূল্য নির্ধারণ করা হবে । উলেখ্য সরকারি মূল্যের চাইতে কম ইজারামূল্য ইজারা দেয়া হবে না।

১৩। নিবন্ধনকৃত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি জলাশয়ের তীরবর্তী/নিকটবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিগুলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে ।

১৪। পরিপত্র অনুযায়ী অনলাইনে আবেদনের সময় চাহিত সকল কাগজপত্রের হার্ডকপি উপজেলা নির্বহী অফিসার এর কার্যালয়ে জমা দিতে হবে।

১৫। আবেদনপত্র অনুমোদন হওয়ার পর অনুমোদিত পুকুরের ইজারা গ্রহীতাদের অনুকূলে আলাদাভাবে পত্র জারি করা হবে ও অনুমোদিত সমিতির তালিকা এ অফিসের নোটিশ বোর্ডে টাঙ্গানো হবে । ইজারা মূল্যের অর্থ সরকারের জলমহাল ও পুকুর ইজারার জমার খাত ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১ নং কোডে এবং মোট ইজারা মূল্যের উপর ১০% আয়কর ১/১১৪১/০০০০/০১১১ নম্বর এবং ১৫% ভ্যাট ১/১১৩৩/০০০০/০৩১১ নম্বর কোডে পত্রে উলিখিত সময়ের মধ্যে জমা দিয়ে চালানের মূলকপি সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও সদস্য সচিব এর কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। উক্ত পত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভ্যাট, আয়করসহ ইজারা মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে জামানত বাজেয়াপ্তসহ ইজারা বাতিল করে পুনঃ ইজারা প্রদান করা হবে।

CamScanner

১৬। ০৩ (তিন) বছর মেয়াদী ইজারা মূল্য বাংলা বছর ভিত্তিতে পরিশোধ করতে হবে । ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারা মূল্য ১ম বছরের ১৫ ই চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে । পরবর্তী সময়ের ইজারা মূল্য একইভাবে পূর্ববর্তী বছরের ১৫ই চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত সমুদয় ইজারা মূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে ইজারা বাতিল করা হবে এবং জামানতের অর্থ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করা হবে। ইজারা অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না ।

১৭। ইজারা অর্থ আদায়ের পর এবং প্রস্তাবিত ইজারা মেয়াদ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ইজারাদাতাকে নিজ উদ্যোগে নির্ধারিত ফরমে (ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়েল মোতাবেক) ৩০০/- (তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিপত্রসম্পাদন করতে হবে । অন্যথায় জলমহাল দখল হস্তান্তর করা হবে না।

১৮। পাবলিক ইজমেন্ট ভুক্ত জলমহাল সমূহবাদে অবশিষ্ট জলমহাল সমূহের অস্থায়ী ইজারা কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। তবে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক কোন জলমহাল নিয়ে নিষেধাজ্ঞা বা স্থিতাবস্তা বা অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা অথবা এরূপ কোন আদেশ সম্বলিত লিখিত তথ্য নিম্ন স্বাক্ষরকারী বরাবর দাখিল হলে সংশ্লিষ্ঠ জলমহাল এর অস্থায়ী ইজারা/লীজ কার্যক্রম তাৎক্ষনিক ভাবে অস্থায়ী ইজারা / লীজ কার্যক্রমের বর্হিভূত বলে গণ্য হবে।

১৯। জলমহাল সরেজমিন পরিদর্শন করে জলমহাল সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জেনে নিশ্চিত হয়ে আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হবে না।

২০। ইজারাগ্রহীতা জলমহালের আয়তন হ্রাসবৃদ্ধি করতে পারবে না । কেউ যাতে অবৈধ অনুপ্রেবশ বা বে-দখল করতে না পারে তা ইজারা গ্রহীতা নিশ্চিত করবেন।

২১। মৎস্য সংক্রান্ত আইন ইজারা গ্রহীতাকে মেনে চলতে হবে।

২২। প্রকাশ থাকে যে অনুমোদিত তালিকায় অনিবার্য কারনে ইজারাযোগ্য জলমহাল সংযোজন বা বিয়োজন হতে পারে।

২৩। ইজারা গ্রহীতা কোন জলাশয়ে সাবলীজ অথবা অন্যকোন ব্যক্তি/ গোষ্ঠিকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্যকোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না । যদি উপরোক্ত কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয় বা প্রমাণিত হয় তবে ইজারা বাতিল করে জলাশয় পুনঃ ইজারা প্রদান করা হবে । এ ক্ষেত্রে ঐ ইজারা গ্রহীতা/সমিতি ০৩ (তিন) বছরের মধ্যে অপর কোন জলমহাল ইজারার আবেদন করতে পারবেন না ।

২৪। ইজারা গ্রহীতা জলাশয়ের সীমারেখা বজায় রাখবেন। জলাশয়ের পাড়ে কোন বৃক্ষ থাকলে তা কর্তন করতে পারবেন না। তিনি নিজ দায়িত্বে ইজারাকৃত জলাশয়ের সরকারি সম্পত্তি সংরক্ষণ করবেন।

২৫। ইজারা গ্রহীতা জলাশয়ের পার্শ্বে বা ভিতরে কোন অবকাঠামো নির্মাণ করতে পারবেন না ।

২৬। ইজারাগ্রহীতাকে সময়ে সময়ে জারীকৃত সরকারি সকল আদেশ মেনে চলতে হবে । ইজারা প্রদানকৃত জলাশয়ে সরকারি ভাবে কোন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হলে সেক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতাকে ইজারা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে।

২৭। ইজারা গ্রহীতা উর্ধতন সরকারি কর্মকর্তা জলাশয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যে কোন সময়ে জলমহাল পরিদর্শনের সুযোগ দিতে ও পরিদর্শন কাজে সহায়তা করতে বাধ্য থাকবেন ।

২৮। ইজারা বিজ্ঞপ্তিতে অন্তর্ভুক্ত কোন পুকুরের মালিকানা নিয়ে জটিলতা থাকলে কিংবা/আদালতে কোন নিষেধাজ্ঞা থাকলে কর্তৃপক্ষ ইজারা কার্যক্রম বাতিল বা স্থগিত করতে পারবেন/অথবা আদালতের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

২৯। বৎসরের যে কোন সময়েই ইজারা প্রদান করা হোক না কেন উক্ত ইজারা ০১ বৈশাখ ১৪৩০ হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে । এ সময়ের মধ্যে কোন কারণে খাস কালেকশান করা হয় তা সরকারি খাতে জমা হবে ,ইজারা প্রাপ্ত সমিতি/সংগঠন পাবে না ।

৩০। যে কোন আবেদনপত্র গ্রহণ বা বাতিল বা অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি সংরক্ষণকরে।

৩১। নীতিমালা -২০০৯ ও সংশোধিত নীতিমালা -২০১২ মোতাবেক যে কোন সমিতি/সংগঠন ২ (দুই) টির অধিক জলমহাল ইজারা /বন্দোবস্ত পাবে না ।

৩২। বর্তমান প্রচলিত নীতিমালা এবং এ বিষয়ে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে জারীকৃত সকল বিধি-বিধান/আইন-কানুন বন্দোবস্ত গ্রহীতা মানতে বাধ্য থাকবেন ।

৩৩। জলমহাল ব্যবস্থপনা নীতি' ২০০৯ এর শর্ত, অনলাইনে আবেদন গ্রহন সংক্রান্ত জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের শর্ত ও জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত শর্ত যা এখানে উল্লিখিত হয় নাই তাহাও এই ইজারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

৩৪। কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকেই কর্তৃপক্ষ যেকোন দরপত্র গ্রহণ বা বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন ।

মো: জাকির হোসেন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)
ও
সভাপতি
উপজেলা সরকারি বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
পোরশা, নওগাঁ।

CamScanner